নবগ্রহ স্তোত্র পাঠ

সূর্য
জপাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
তমোরিংসর্ব পাপঘ্নং প্রণতোস্মি দিবাকরম্।।

অর্থাৎ জবা ফুলের মতো যাঁর কান্তি, কাশ্যপ থেকে উৎপন্ন যি
নি, অন্ধকার যার শত্রু, যিনি সমস্ত পাপ নষ্ট করেন, সেই সূর্য দেবতাকে প্রণাম করছি।

চন্দ্র
দধিশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণবসমভবম্।
নমামি শশিনং সোমং শম্ভোর্মুকুটভূষণম্।।

অর্থাৎ দই, শঙ্খ অথবা হিম সমান যাঁর দীপ্তি, যাঁর উৎপত্তি ক্ষীর সাগর থেকে, যিনি শিবের মুকুট অলংকৃত করে বিরাজ করছেন, সেই চন্দ্র দেবতাকে প্রণাম করছি।

মঙ্গল
ধরণী গর্ভ সম্ভূতং বিদ্যুৎকান্তি সম্প্রভম্।
কুমারং শক্তিহস্তং তং মঙ্গলং প্রণামাম্যহম্।

অর্থাৎ পৃথিবীর উদর থেকে যাঁর উৎপত্তি, বিদ্যুৎপুঞ্জের মতো যার প্রভা, যিনি হাতে শক্তি ধারণ করে রয়েছেন,সেই মঙ্গল দেবতাকে প্রণাম করছি।

বুধ
প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং রুপেণাপ্রতিমং বুধম্।
সৌম্যং সৌম্যগুণোপেতং তং বুধং প্রণমাম্যহম্।।

অর্থাৎ প্রিয়ঙ্গুর কলির মতো শ্যামবর্ণ যিনি, যাঁর রূপের কোনও উপমা করা যায় না, সেই সৌম্য ও গুণযুক্ত বুধকে প্রণাম করছি।

বৃহস্পতি
দেবানাং চ ঋষিণাং চ গুরু কাঞ্চনসন্নিভম্।
বুদ্ধিমন্তং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্।।

অর্থাৎ যিনি দেবতা ও ঋষিদের গুরু, কাঞ্চনের সমান যাঁরা প্রভা, যিনি বুদ্ধির অখণ্ড ভাণ্ডার ও তিন লোকের অধিপতি, সেই সূর্য বৃহস্পতিকে প্রণাম করছি।

শুক্র
হিমকুন্দ মৃণালাভং দৈত্যানং পরমং গুরুম্।
সর্বশাস্ত্র প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্।।

অর্থাৎ তুষার, কুন্দ অথবা মৃণালের সমান যাঁর আভা, যিনি দৈত্যদের পরম গুরু, সমস্ত শাস্ত্রের অদ্বিতীয় বক্তা শুক্রাচার্যজী কে প্রণাম করছি।

শনি
নীলাঞ্জন সমাভাসং রবিপুত্রং যমাগ্রজম্।
ছায়া মার্তাণ্ড সম্ভূতং তং নমামি শনৈশ্চরম্।।

অর্থাৎ নীল অঞ্জনের মতো যাঁর দীপ্তি, যিনি সূর্যের পুত্র ও যমরাজের বড় ভাই, সূর্যের ছায়া থেকে যাঁর উৎপত্তি, সেই শনি দেবকে প্রণাম করছি।

রাহু

অর্ধকায়ং মহাবীরং চন্দ্রাদিত্য বিমর্ধনম্।
সিংহিকা গর্ভ সম্ভূতং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্।।

অর্থাৎ যাঁর শরীর অর্ধেক, যাঁর মধ্যে মহান পরাক্রম রয়েছে, যে চন্দ্র ও সূর্যকে পরাস্ত করে দেন, সিংহিকার গর্ভ থেকে উৎপত্তি যাঁর, সেই রাহু দেবতাকে প্রণাম করছি।

কেতু

পলাশ পুষ্প সঙ্কাশং তারকাগ্রহমস্তকম্‌।
রৌদ্রং রৌদ্রাত্মকং ঘোরং তং কেতু প্রণমাম্যহম্‌।।

অর্থাৎ পলাশ ফুলের মতো লাল দীপ্তি, যা সমস্ত তারকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যিনি স্বয়ং রৌদ্র রূপ রৌদ্রাত্মক, এমন ঘোর রূপধারী কেতুকে প্রণাম করছি।

ফলশ্রুতিঃ
ইতি ব্যাস মুখোদগীতং যঃ পঠেত্সু সমাহিতঃ ।
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ বিঘ্নশাংতি-র্ভবিষ্যতি ॥

নরনারী-নৃপাণাং চ ভবে-দ্দুঃস্বপ্ন-নাশনম্‌ ।
ঐশ্বর্যমতুলং তেষামারোগ্যং পুষ্টি বর্ধনম্‌ ॥

গ্রহনক্ষত্রজাঃ পীরাস্তস্করাগ্নি সমুদ্ভবাঃ ।
তাস্সর্বাঃ প্রশমং যাংতি ব্যাসো ব্রূতে ন সংশযঃ ॥
ইতি ব্যাস বিরচিতং নবগ্রহ স্তোত্রং সংপূর্ণম্‌ ।।

নবগ্রহ ধ্যান শ্লোকম্‌
আদিত্যায় চ সোমায় মঙ্গলায় বুধায় চ ।
গুরু শুক্র শনিভ্যশ্চ রাহবে কেতবে নমঃ॥